THE BANGLADESH OBSERVER
DHAKA MONDAY SEPTEMBER 23 2002

AFEAHRD team attended Earth summit

Staff Correspondent

A four-member delegation from Association for Environment and Human Resource Development (AFEAHRD) attended the 10-day International Conference on Sustainable Development concluded early this month in the South African capital, Johannesburg.

The members of the delegation were Professor Quazi Gulshan Nahar Madina, Joynal Abedin, Abu Mukarram and Mahbubur Rashid.

A key-note paper on "Sustainable Development: Bangladesh Perspective" was presented by Professor Qazi Gulshan Nahar Madina, Environment Affairs Co-Ordinator of the AFEAHRD on August 29 through slide show held at the Ubuntu-Bush Lilly, Room-B, allotted for AFEAHRD. The paper was prepared jointly by Dr. Mahbuba Nasreen, Dr. Mokaddem and Quazi Gulshan Nahar Madina.

The presentation was made amid the presence of the delegates from home and abroad. A number of delegates took part in the discussions. Apart from this, an exhibition was also held at 18, Revonia Avenue in collaboration with "earth day network".

AFEARD also attended in the winter function organised by the Bangladesh Parishad in South Africa. The members of the Association for Environment and Human Resource Development also exchanged views with the Bangladeshis residing illegally for the last 8 to 10 years. Bangladesh Minister for Environment and Forest Shahjahan Siraj also attended the function arranged by the Bangladesh Parishad, says a Press release.

মুক্ত আকাশ
অক্টোবর '০২

বিশ্ব টেক্সই উন্নয়ন সম্মেলন ও উবুন্টু ভিলেজ

কাজী মদিনা

সম্মেলনে পেপার উপস্থাপনরত লেখিকা

২৬শে আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্যিক রাজধানী জোহান্সবার্গে বিপন্ন মানুষ ও বিপর্যস্ত পরিবেশের উন্নয়নের জন্য বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সমগ্র বিশ্ব থেকে বাংলাদেশ সহ প্রায় ১০০টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, আমলা, কূটনীতিক বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী, এনজিও কর্মী, পরিবেশবিদ সহ প্রায় ৪০,০০০ - ৪৫,০০০ প্রতিনিধি যোগদান করে। এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট সংক্ষেপে এ্যাফিয়ার্ড এর পক্ষ থেকে আমি, খন্দকার আবু মোকাররম, জয়নুল আবেদিন এবং মাহবুবুর রশীদ এই বিশ্ব সম্মেলনে অংশগ্রহণ করি। এ্যাফিয়ার্ডের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। সুস্থ, নির্মল পরিবেশ মানুষের একটি মৌলিক অধিকার এই শ্লোগানে সোচ্চার হয়ে এ্যাফিয়ার্ড কাজ শুরু করে। এ্যাফিয়ার্ড বিশ্বাস করে আমাদের অবক্ষয়িত পরিবেশ রক্ষা করতে হলে টেকসই উন্নয়ন আবশ্যক। সুতরাং টেকসই উন্নয়ন করতে হলে সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা করা।

জোহান্সবার্গের অনুষ্ঠিত বিশাল সম্মেলনে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা ছিল খুবই সুশৃঙ্খল। কনভেনশন স্কোয়ার এর লাইব্রেরী রুমে হাজার হাজার মানুষ খুব অল্প সময়ে রেজিস্ট্রেশন করতে সক্ষম হয়। সবচেয়ে ভাল লেগেছে এ সমস্ত কাজে নানা বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ নারী পুরুষ দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেসরকারী প্রতিনিধিদের অনেকেই মূল সম্মেলন কেন্দ্র স্যান্ডটন কনভেনশন সেন্টার এ প্রবেশ করতে পারেননি। কারণ রেজিস্ট্রেশন ছাড়াও প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত Day Pass এর প্রয়োজন এ সম্পর্কে কেউই জানতেন না। ফলে কনভেনশন সেন্টার এবং স্কোয়ার এর দূরত্বটুকু ছোটাছুটি করতে করতে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। তবে আমি আর মোকাররম Day Pass সংগ্রহ করে যখন মূল সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ করি তখন ঘড়ির কাঁটা ১১টায়। সুতরাং অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে কিছুটা উপভোগ করি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে স্কোয়ার এর পথে দেখা হল বিশিষ্ট কলাম লেখক সাংবাদিক সোহরাব হাসানের সাথে। তাঁর কাছে শুনলাম বাংলাদেশ থেকে অনেকে এসেছেন। পরবর্তী সময়ে অনেকের সাথে দেখাও হয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে যাঁরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে এ্যাফিয়ার্ড থেকে আমরা চারজন। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ, সাবেক সচিব কাজী আজাহার আলী, ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাশেম, প্রফেসর ড. জাহেদা আহমেদ, ড. আহসান উদ্দিন আহমেদ, এস এস হাবীবুল্লাহ, সোগরা তাতন, ব্র্যাকের ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ, বি. আই. এস. এর ড. আতিক রহমান, গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের মহিউদ্দিন আহমদ, ষ্টেট ইউনিভার্সিটির শামসুদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির রেজোয়ানা চৌধুরী, উবিনীগ এর ফরহাদ মজহার, ফরিদা আখতার, ব্রতির শারমিন মুরশিদ, কইনোনিয়ার ডেনিস দিলীপ দত্ত প্রমুখ।

সরকারী পর্যায় থেকে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী শাহজাহান সিরাজ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ রহমান, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সচিব সাবিহউদ্দিন আহমদ, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ডিজি, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ইফতেখার আহমদ, দক্ষিণ আফ্রিকার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আমির হোসেন শিকদার এবং সংসদ সদস্য।

বাংলাদেশ থেকে বেসরকারী যে দল বিশ্ব সম্মেলনে যোগদান করেছেন তাঁদের কারো সাথেই সরকারী দলের কোনও রকম যোগাযোগ ছিল না। ফলে বেসরকারী দল নিজ নিজ দায়িত্বে এবং উদ্যোগে বিভিন্ন ফোরামে বক্তব্য পেশ করেন।

পরিবেশ এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা প্রাকৃতিক, জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের মিথষ্ক্রিয়া পদ্ধতিতে এককভাবে বা যৌথভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরিসর, ভূমি, জলাশয়, মৃত্তিকা, শিলা, খনিজ, মানুষের স্বাভাবিক আবাসস্থল প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনশীলতা নির্ধারণ করে। পরিবেশকে মানুষ নিজ প্রয়োজনে আয়ত্বে এনে পরিমিত করছে। একদিকে যেমন পরিবেশ উন্নয়ন করেছে আবার উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংসও করছে। এভাবে ধীরে ধীরে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে মানুষ হচ্ছে বিপন্ন। তাই পরিবেশবিদরা সুস্থ পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়ে ১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন করে এবং পরিবেশকে সেই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। ১৯৯২ সালে রিও-ডি-জেনিরো ধরিত্রী সম্মেলনে এই প্রচেষ্টাকে আরো সংহত ও গতিশীল করে। ধরিত্রী সম্মেলনে যে প্রত্যাশার সূচনা হয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে অনেক দেশ নিজ স্বার্থের কারণে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। ফলশ্রুতিতে দারিদ্র মোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা শুধু কাগজেই রয়ে গেছে। বর্তমান পৃথিবী পরিবেশের অবক্ষয় ও ব্যাপক দূষণের ফলে বিপর্যয়ের সম্মুখীন। গ্রীন হাউজ প্রভাব, আবহাওয়া পরিবর্তন, ভূমন্ডলীয় তাপ বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ওজোনস্তর ক্ষয়, মরুময়তা ইত্যাদি কারণে পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আর এর প্রভাব পড়ছে প্রাণ বৈচিত্র্যের উপর। তাই টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে অভিন্ন এই সমস্যা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করার জন্য জোহান্সবার্গে বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন করা হয়। মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন করতে হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশকে সুরক্ষা করতে হবে। আর এই কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানী, স্বাস্থ্য, কৃষি উৎপাদনশীলতা, জীব বৈচিত্র্য এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এই কয়টি কর্মক্ষেত্রকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চিহ্নিত করেছেন।

স্যান্ডটন কনভেনশন সেন্টারে প্রধানতঃ সরকারী পর্য্যায়ের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করেন। বেসরকারী প্রতিনিধি যারা Major Group নামে পরিচিত তারা নাজরেকের এক্সপো সেন্টার ও উবুন্টু ভিলেজ এবং ওয়াটার ডোমে বিভিন্ন প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

উবুন্টু ভিলেজ স্যান্ডটন মূল কনভেনশন সেন্টার থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে নর্থরোডে অবস্থিত। এই ভিলেজ বিশাল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। গাড়ী রাখার উন্মুক্ত স্থানটি এতই বড় যে গাড়ী খুঁজে পাওয়াই দুস্কর। প্রতিদিন স্যান্ডটন কনভেনশন সেন্টার থেকে এই ভিলেজে সকাল বিকাল Shuttle গাড়ী চলাচল করতো। তবে বেশীর ভাগ সবাই নিজ গাড়ী নিয়ে

সংবাদ
Dhaka : Saturday 21 September 2002

বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশ

সোহরাব হাসান

বাজার পল্লনে কাপড় নেই
গরডন ক্যাম্পবেল

... কি ইস্যু?
... কোটি ...?
... কোটি মানুষ?
২ কোটিরও বেশি ... পৃথিবীতে?
... সংখ্যা ... ২ কোটি?
... দাও।
... বলে কি আছে?
এই ... ১শ' কোটির অধিক মানুষ কি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে না?
২০ কোটি লোক মারা যাচ্ছে এইডসে?
বিশুদ্ধ বাতাস কি ইস্যু ...?
... কি ইস্যু?
ব্যাপকভাবে রাসায়নিক চাষবাদ কি ইস্যু?
... কি ইস্যু?
তৃতীয় বিশ্বের ... কি ইস্যু?
... দাও।
... কি ইউরোপ-ইউএসএ বছরে ১ হাজার কোটি ...?
২৫ ... লোক কি ... মারা যায়?
... ৪০ হাজার ...?
... ৪০ কোটি ...?
... দাও।

সম্মেলন উপলক্ষে ব্রিটেনের বিখ্যাত ম্যাগাজিন ...-এ এ কবিতাটি ছাপা হয়েছে। কবিতার সবটা এখানে নেই। তবে বেশিরভাগ আছে। কবিতার শেষাংশে গরডন ক্যাম্পবেল জোহানেসবার্গ সম্মেলন সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে লিখেছেন, আমরা যদি ... না হয়ে যাই, সমস্যাকে পাশ কাটাতে না চাই তাহলে আমাদের চূড়ান্ত এবং শেষ যুদ্ধ হবে শান্তির যুদ্ধ। সে যুদ্ধের জন্য কাউকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

গরডন ক্যাম্পবেলের মতো পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ জোহানেসবার্গ সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাদের প্রত্যাশা ছিল এ সম্মেলন বিবদমান রাষ্ট্রসমূহকে এক কক্ষে বসিয়ে শান্তি ও উন্নয়নের পক্ষে প্রতিশ্রুতি আদায় করবেন। পারস্পরিক সন্দেহ ও ভীতি দূর হবে।

কিন্তু বাস্তবে তেমনটি হয়নি। সম্মেলন চলাকালেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর ঘোষণা দিলেন। তার এ আকস্মিক ঘোষণা সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও বিশ্ব নেতাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। ব্রিটেন ছাড়া কোন দেশ বুশের একতরফা সামরিক সমাধানের প্রতি সমর্থন জানায়নি। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়া ইরাকে সামরিক অভিযান না চালানোর অনুরোধ জানালেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিদাতা নেলসন ম্যান্ডেলা ... বুশকে টেলিফোন করে পুত্রকে

ক্যাম্পবেলের কবিতায় যে যুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র পাই সেই যুদ্ধই চাপিয়ে দিতে চাইছেন জর্জ ডব্লিউ বুশ। তিনি

দেশের প্রেক্ষাপটে যেমন সত্য, তেমনি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও।

ইরাকের উপপ্রধানমন্ত্রী তারেক আজিজ, সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের নিয়ে যে প্লেনারি সেশন হয় তার দ্বিতীয় দিনে। বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায়। স্বাভাবিকভাবে বিপুল বক্তৃতার তূপে সে

এর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ... হয়। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো, একদা উপর্যুপরি সামরিক শাসনে পর্যুদস্ত বাংলাদেশে নব্বইয়ে স্বৈরাচারের পতনের পর গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এ সময়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে। এতে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জোরদার পরিকল্পনা, জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উপস্থাপনাপত্রের উপসংহারে বলা হয়:

Bangladesh has signed/ratified many International Conventions/ Protocols concerned with different aspects of sustainable development and has also adopted a number of policies, legal instruments and guidelines at the national level in this regard. But progress has been extremely limited and capacity building remains at a low level. For real progress to be achieved, Bangladesh needs to prepare a comprehensive plan and key guidelines to organize necessary activities within a definitive but flexible framework. A political commitment, based on a broad consensus across political parties, is an overriding pre-requisite. Also a committed thrust forward is needed to establish effective governnance at all levels — central to local — which is key to both the construction of and moving along an appropriate sustainable development pathway for the country.

বাংলাদেশ থেকে বেসরকারি পর্যায়ে আরও যেসব প্রতিনিধি বিশ্ব সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে ছিলেন ব্র্যাকের ড. সালাহউদ্দিন আহমদ, বিআইএসের ড. আতিক রহমান, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমদ, স্টেট ইউনিভার্সিটির শামসুদ্দীন আহমদ, অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের কাজী মদিনা ও প্রীতু মোকাররম খন্দকার, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির রেজোয়ানা চৌধুরী, ডিবিনিপ-এর কবি ফরহাদ মযহার ও ফরিদা আখতার, ব্রতীর শারমিন মুরশিদ, কইনোনিয়ার ডেনিস দীলিপ দত্ত, এনজিও ফোরাম ফর ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনের এস. এ রশীদ, নারী সংগঠনের রোকেয়া সিদ্দিকী প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই নিজ বিভিন্ন নেটওয়ার্কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

তবে জোহানেসবার্গে যে বিষয়টি লক্ষ্য করেছি তা হলো সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিদের